দ্য ফার্স্ট ম্যান ইন দ্য মুন

এইচ. জি. ওয়েলস

অনুবাদক: সুস্ময় সুমন

প্রচ্ছদ: পরাগ ওয়াহিদ

পৃষ্ঠাসজ্জা: শাহরিয়ার হাসান

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক: জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন: ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬

হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬

ই-মেইল: Premiumpublications4@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক: বইমই প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com

মূল্য: ২০০ টাকা

ISBN: 798-894-42994-7-6

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এক

লিম্পনি। ইটালি।

মেঘহীন সুনীল আকাশের নিচে লিখতে বসে অবাক হয়ে ভাবছি, মিস্টার ক্যাভরের সাথে কী এক রোমাঞ্চকর অভিযানেই না অংশ নিয়েছিলাম আমি। অথচ আমার জন্যে ব্যাপারটা ছিল একেবারেই আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য এক ঘটনা।

প্রথমে যখন এখানে এলাম, মনে হত পৃথিবীর সবচেয়ে নিরিবিলি, নীরস জায়গা এটা। অথচ এখানে থাকার ফলেই আজ এই কাহিনি লেখার সুযোগ পেয়েছি আমি ।

সে যখনকার ঘটনা, তখন আমি তরুণ। নিজের ব্যবসায়িক দক্ষতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলাম সে বয়সে। তাই ঝুঁকিও নিয়েছিলাম অহেতুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবিধে করতে পারলাম না। প্রায় দেউলিয়া হয়ে গেলাম। পরে এক সময় বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার পাওনাদারের টাকা শোধ করতে হবে। নাটক লিখব সেজন্যে [নাটক আমি আগেও লিখেছি]। প্রকাশকরা নাট্যকার হিসেবে মোটামুটি চেনে আমাকে। ভাবলাম, নতুন করে লিখলে তারা নিশ্চয়ই কিনে নেবে, তাহলে সমস্যাও দূর হবে আমার। কিন্তু লেখার জন্যে নির্জন জায়গা চাই। কোথায় পাই তেমন জায়গা?

অনেক খোঁজ-খবর করে শেষ পর্য্যন্ত চলে এলাম এখানে। একটা বাংলো ভাড়া নিলাম।

এ গাঁয়ে হই-হল্লা কম। তাছাড়া আমি এখানে অপরিচিত, কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। সুতরাং, নিশ্চিন্তে নাটকটা শেষ করতে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না আমাকে ।

এক পাহাড়ের চূড়োয় আমার বাংলো। সামনেই সমুদ্র। বর্ষার সময় কাদায় ভরে যায় বাংলোর চারপাশ, তখন হাঁটাচলা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে ।

যে জানালার কাছে বসে আমি লিখতাম, সেটা দিয়ে সামনে তাকালেই দেখা যেত একটা জলাশয়। ওই জানালা দিয়েই প্রথমবার দেখি আমি ক্যাভরকে। তখন সূর্য ডুবতে বসেছে। আকাশে সবুজ আর হলুদ রঙের ছড়াছড়ি। দিগন্তের সেই উজ্জ্বল, রঙচঙে পটভূমিতে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তখন লোকটাকে। বেঁটে আর মোটা। মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের টুপি, গায়ে ওভারকোট। অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগিয়ে আসছিলেন তিনি। আমার জানালার কাছে এসে হঠাৎ অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকালেন, তারপর পকেট ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন, পরক্ষণে ফিরে চললেন ফেলে আসা পথ ধরে। যাবার সময়ও হাত মাথার দোল এবং ঝাঁকি থামল না তাঁর।

আমি লিম্পনিতে আসার প্রথম দিনই ঘটল ব্যাপারটা। কেমন যেন কৌতূহল জাগল মানুষটার ব্যাপারে। সবে আরম্ভ করা লেখায় ছেদ পড়ল। মন দিতে পারলাম না। ক্যাভর চলে যেতে আবার কলম তুলে নিলাম।

কিন্তু কেবল সেদিনই নয়, রোজ একই ঘটনা ঘটতে লাগল। ক্যাভর আসেন, আমার জানালার কাছে এসে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকান, ঘড়ি দেখেন, তারপর আবার ফিরে যান যেদিক থেকে এসেছেন সেদিকে ।

প্রতিদিন একই দৃশ্য দেখতে দেখতে অসহ্য লেগে উঠল আমার। লোকটার অদ্ভুত আচরণে লেখায় মন দিতে পারছিলাম না কিছুতেই। মনে মনে অভিসম্পাত দিতে শুরু করলাম ব্যাটাকে।

কিন্তু তাই বা কতদিন? দিনের পর দিন একই কাণ্ড করতে লাগলেন ক্যাভর। অবশেষে চোদ্দদিনের মাথায় সহ্যসীমা ছাড়িয়ে

গেল আমার। ক্যাভরকে দেখামাত্র বেরিয়ে এলাম বাইরে। ঘড়ি দেখে ফিরে যাচ্ছেন তখন তিনি। পেছন থেকে ডাক দিলাম ।

'এই যে, শুনুন!'

সবে পা বাড়িয়েছেন ক্যাভর, আমার ডাক শুনেও থামলেন না, হাঁটার ফাঁকে বললেন, 'জ্বি, বলুন? বেশি কথা নাকি? তাহলে বরং আমার সাথে হাঁটতে থাকুন অসুবিধে আছে?'

'মোটেই না,' তাঁর সাথে হাঁটতে শুরু করলাম আমি।

'আমি আসলে খুব নিয়ম মেনে চলা মানুষ,' বললেন ক্যাভর। 'সারাক্ষণ কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি। মানুষজনের সঙ্গে বিশেষ কথা বলার সুযোগ পাই না।'

'এখন নিশ্চয়ই আপনার ব্যায়ামের সময়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ব্যায়াম? না, ঠিক ব্যায়াম নয়। প্রতিদিন এই সময় আমি সূর্যাস্ত দেখতে বের হই। সূর্য ডুবে যাওয়া দেখতে ভালই লাগে।'

'কিন্তু আপনি কোনোদিনই সে দৃশ্য দেখতে পারেন না,' মুচকি হাসলাম আমি।

বিস্মিত হলেন ক্যাভর! 'কোনোদিনই দেখতে পারি না মানে?'

'মানে, বলছিলাম, আপনি কোনোদিনই ঠিকমত দৃশ্যটি উপভোগ করতে পারেন না।'

'কেন?'

'কারণ, আমি তেরো দিন ধরে আপনাকে লক্ষ্য করছি। দেখেছি আপনি প্রতিদিনই সূর্যাস্তের পর এখানে আসেন।'

ভুরু কোঁচকালেন ক্যাভর, যেন বিরাট কোন সমস্যায় পড়েছেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখুন, মিস্টার, আমি প্রতিদিন সূর্যাস্তের শোভা দেখতেই বের হই, উপভোগ করি এখানকার মনোরম পরিবেশ। তারপর এই পথ দিয়ে গিয়ে, ওই

যে তোরণটা দেখছেন, ওটার মধ্যে দিয়ে...

'না,' বাধা দিলাম আমি। 'আপনি কোনোদিনই তোরণটার ওদিকে যান না। কারণ ওদিকে যাবার পথই নেই। আপনি রোজ, এই ধরুন আজ...'

'ও, আজ?' আমার কথা কেড়ে নিলেন ক্যাভর। 'দাঁড়ান, ভেবে দেখি। হ্যাঁ, আজ আসলে বাড়ি থেকে বেরুতে তিন মিনিট দেরি হয়ে গেছে আমার, তাই ভাবলাম, আজ আর সামনে এগোব না। সেই কারণেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম।'

'কিন্তু শুধু আজই নয়,' বললাম আমি। বুঝতে পারছি আমার কাছে কিছু একটা গোপন করছেন ক্যাভর। 'আপনি রোজই এই কাজ করেন।'

'তাই নাকি!' আমার দিকে চেয়ে কী যেন ভাবলেন ভদ্রলোক। 'হয়তো তাই,' বিড়বিড় করলেন। 'আচ্ছা, আপনি শুধু এই কথা বলতে ডেকেছিলেন আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কেবল এই কথা?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'রোজ সন্ধ্যায় আপনার একই ধরনের অদ্ভুত কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি আমি।'

'অদ্ভুত কাণ্ড!' চোখ গোল হয়ে গেল ক্যাভরের। 'কী রকম?'

ভদ্রলোকের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করে দেখালাম।

'বলেন কী!' তাজ্জব হয়ে গেলেন ক্যাভর। 'আমি এই রকম করি?'

'হ্যাঁ', বললাম আমি। 'শুধু এ রকমই না, মুখ দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দও করেন।'

বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন ক্যাভর। 'শব্দ...এরকম শব্দও করি মুখ দিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

‘কিন্তু কই। আমি তো ব্যাপারটা টের পাইনি!’ যেন নিজেকেই কথাটা শোনালেন ক্যাভর। অন্যমনস্ক।

‘আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন।’

‘আরে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়!’ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ক্যাভর। ‘আপনি খামকা মিথ্যা বলতে যাবেন কেন? তারমানে,’ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ‘হাজারো চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছি আজকাল, মনে হয় তার ফলেই এই বদঅভ্যাসগুলো গড়ে উঠেছে। টের পাইনি, একদম টের পাইনি,’ বিব্রত চেহারায় তাকালেন আমার দিকে। ‘ইয়ে আপনি নিশ্চয় আমার ভাবভঙ্গি দেখে খুব বিরক্ত হয়েছেন?’

‘বিরক্ত?’ মাথা ঝাঁকালাম আমি। ‘না, ঠিক বিরক্ত নয়। তবে একবার ভেবে দেখুন তো, খুব মনযোগ দিয়ে আপনি হয়তো কোনো নাটক লিখছেন, সেই সময়...’

‘নাটক?’ মাথা নাড়লেন ক্যাভর। ‘না, নাটক লেখা আমার দ্বারা কখনওই সম্ভব নয়।’

‘বেশ। তাহলে মনে করুন, মন দিয়ে যা হোক একটা কিছু করছেন আপনি, সেই সময় আপনার চোখের সামনে দিয়ে একজন মানুষ অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করতে করতে হেঁটে গেল। একদিন নয়, প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটতে লাগল। কেমন লাগবে তখন? আপনি কি নিবিষ্ট মনে কাজটা করতে পারবেন?’

‘না, কখনও না। কখনও না!’

হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠলেন ক্যাভর। মুখে দুঃখী একটা ভাব ফুটল।

‘অবশ্য নিজের খুশিমত আচরণ করার অধিকার আপনার আছে,’ তাঁকে আশ্বস্ত করলাম আমি। ‘এ ব্যাপারে কারও কিছু বলার থাকতে পারে না। আর বললেই বা আপনি শুনতে যাবেন কেন?’

'না, না, তা কেন?' নরম দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন ক্যাভর। 'আজকাল আসলে এত বেশি অন্যমনস্ক থাকি যে বদঅভ্যাসগুলো কখন দেখা দিয়েছে টেরই পাইনি। তাছাড়া এসব তো আমাকে দূর করতে হবে,' থেমে গেলেন, চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দেখুন, হাঁটতে হাঁটতে আপনাকে কতদূরে নিয়ে এসেছি,' মাথা নাড়লেন। 'সত্যিই আমি দুঃখিত।'

'আমি কিছু মনে করিনি,' আমি বললাম। 'তবে যেচে পড়ে আলাপ করতে এসেছি বলে আপনিও যেন কিছু মনে করবেন না, প্লিজ।'

'আরে না! আপনি বরং আমার বদঅভ্যাসগুলো ধরিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। আমি ঋতী হয়ে থাকলাম আপনার কাছে।'

টুপি খুলে 'শুভসন্ধ্যা' জানালাম ভদ্রলোককে, বিদায় নিয়ে বাংলোর দিকে চললাম। কিছুদূর এসে পিছন ফিরে তাকালাম।

দেখি ধীরে ধীরে হাঁটছেন ক্যাভর। আগের সেই বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি আর নেই। বুঝতে পারলাম, নিজেকে শোধরাবার চেষ্টায় এখনই মন দিয়েছেন আত্মভোলা মানুষটা।

পরদিন দেখতে পেলাম না ক্যাভরকে। তার পরদিনও না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সোজা আমার বাংলোয় এসে হাজির হলেন তিনি। সৌজন্য বিনিময়ের পর বললেন, 'বেডফোর্ড, আপনি মহাসমস্যায় ফেলে দিয়েছেন আমাকে।'

'কেন?' অবাক হলাম আমি।

'বছরের পর বছর এই বাংলোর পাশ দিয়ে হাঁটাচলা করেছি আমি। কিন্তু এখন আপনার জন্যে তা আর সম্ভব হচ্ছে না।'

'তার মানে?'

মুহূর্ত খানেক চুপ করে থাকলেন ক্যাভর, কী যেন ভাবলেন। দেখুন, বেডফোর্ড,' আবার শুরু করলেন তিনি। 'আমি একজন